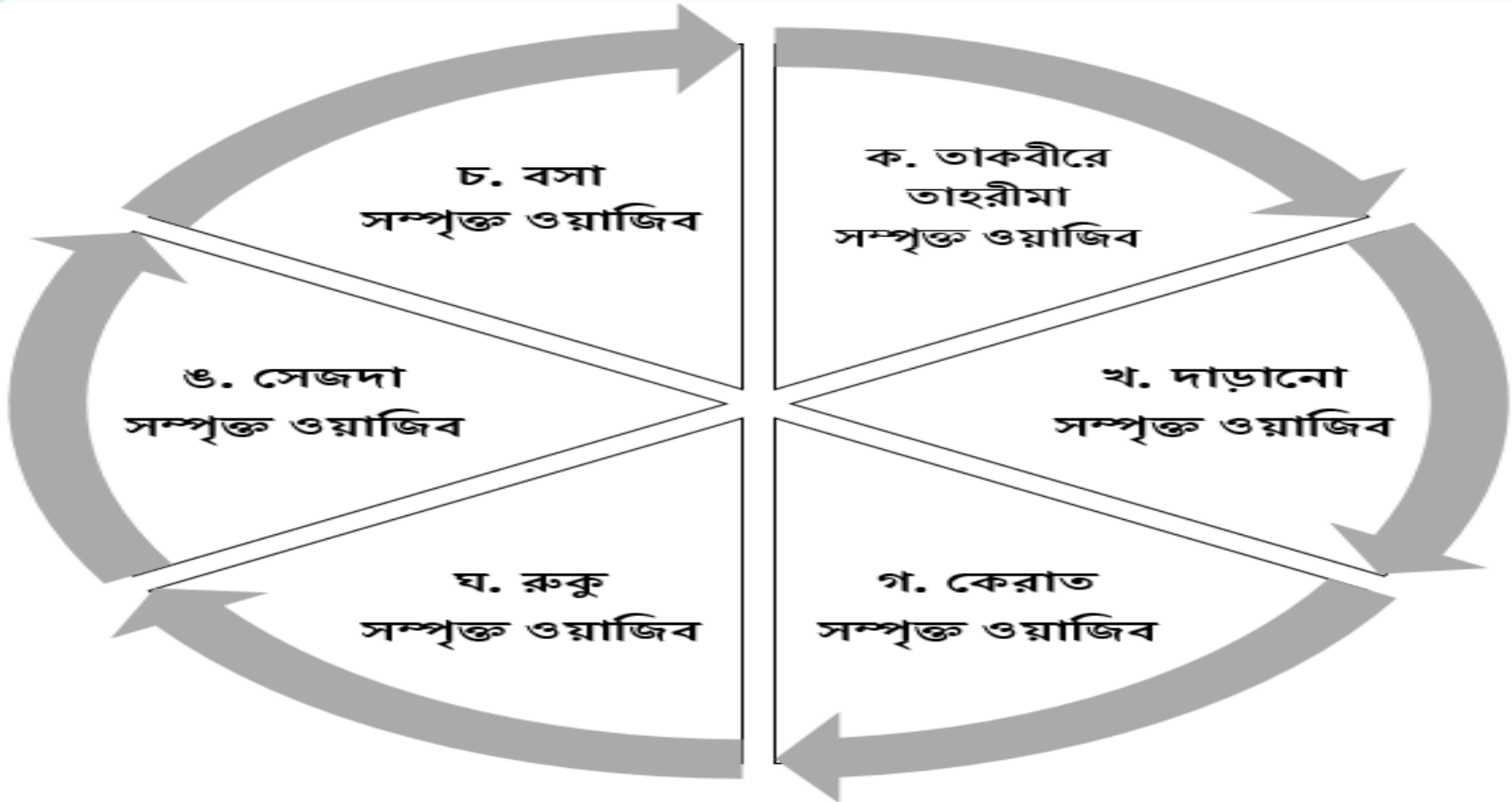


FQH = 27

## সালাতের ওয়াজিবসমূহ

1



সালাতের মধ্যে কিছু বিষয় আছে অবশ্য করণীয়। তবে তা ফরয নয়, আবার সুন্নাতও নয়। ফরয [রুকন] এর পরেই ওয়াজিব এর স্থান, যা আবশ্যিক। যা ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিলে সালাত বাতিল হয়ে যায় এবং ভুলক্রমে বাদ দিলে সিজদায়ে সাহু দিতে হয়।

ক. তাকবীরে তাহরীমা সম্পৃক্ত ওয়াজিব:

তাকবীরে তাহরীমায় ‘আল্লাহু আকবার’ বলা। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

“সালাতের শুরু হলো তাকবীর আর শেষ হলো সালামা” সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৬১; সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ৩, ২৩৮

দুই ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবীর বলা ওয়াজিব।

খ-গ. দাড়াঁনো-কেরাআত সম্পৃক্ত ওয়াজিব:

□ সূরা ফাতিহা পাঠ করা। ফরয সালাতের প্রথম দু রাকআতে এবং সকল- প্রকার সুন্নাত ও বিতির সালাতের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। এটাই ইমাম আবু হানিফা (রাহি) এর অভিমত। তবে ইমাম শাফেয়ী (রাহি) এটাকে ফরয হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহা পড়ে না, তার সালাত হয় না” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৪

□ সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো:

ফরয সালাত সমূহের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে যেকোনো সূরা বা আয়াত মিলিয়ে পড়া। কমপক্ষে বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পাঠ করা আবশ্যিক।

উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا

“যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা এর পর অধিক (অন্য সূরা) পড়ল না; তার সালাত হয়নি।” সুনানে নাসাঈ-911

□ সূরা ফাতিহাকে অন্য সূরার আগে পড়া:

নবীজী সা. সব সময় এভাবে- সালাত পড়তেন। কখনো এর ব্যতিক্রম করেননি তাই এটি ওয়াজিব। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَافْتَتَحُوا بِ{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

“আমি নবী (সা.) এর সাথে এবং আবু বকর ও উমর (রাঃ)-এর সাথে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা সালাত আরম্ভ করতেন ‘আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন’ দ্বারা।” নাসঈ 903

□ ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতকে কিরাতের জন্য নির্ধারণ করা:

আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقْصِرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ مُسَدِّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً.

“রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যোহর ও আসর সালাতের প্রথম দু রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য দুটি সূরা পাঠ করতেন। তিনি কোন কোন সময় আমাদেরকে শুনিতে আয়াত পড়তেন। তিনি যোহর সালাতের প্রথম রাকআত কিছুটা দীর্ঘ করতেন এবং ২য় রাকআত সংক্ষেপ করতেন। তিনি ফজর সালাতও অনুরূপ করতেন।” সহীহ বুখারী- ৭৭৬, সহীহ মুসলিম-৪৫১, আবু দাউদ ৭৯৮

□ উচ্চঃস্বরে / নিম্নস্বরে কিরাআত পাঠ করা:

যে সকল সালাতে উচ্চঃস্বরে কিরাআত পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে সেগুলোতে উচ্চঃস্বরে কিরাআত পাঠ করা ওয়াজিব। যেমন- ফজর, মাগরিব, এশা, জুমুআ দু-ঈদের সালাত ও তারাবীহের সালাত। অবশ্য একাকী আদায় করলে কিরাআত উচ্চঃস্বরে পাঠ করা আবশ্যিক নয়।

অনুরূপভাবে যেসকল সালাতে নিম্নস্বরে কেয়াত পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে সেসব সালাতে নীরবে বা চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করা ওয়াজিব। যেমন- যোহর ও আসরের সালাত।

আত্বা ইবনে আবু রাবাহ থেকে বর্ণিত, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন,

فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ .

“প্রত্যেক সালাতেই কিরাআত পড়তে হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) যেসব সালাতে আমাদেরকে শুনিয়ে কিরাআত পড়েছেন, আমরাও তোমাদেরকে সেসব সালাতে সশব্দে কিরাআত পড়ে শুনাই। পক্ষান্তরে তিনি যেসব সালাতে নিঃশব্দে কিরাআত পড়েছেন, আমরাও তাতে নিঃশব্দে কিরাআত পড়ে থাকি।” সহীহ বুখারী ও মুসলিম। আবু দাউদ 797

□ দুআ কুনুত পাঠ করা: বিতিরের সালাতে তৃতীয় রাক'আতে কিরাআতের পর দুআ কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব।  
উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْوُثْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ  
“রাসুলুল্লাহ (সা.) বিতির সালাতে রুকু'র আগে কুনুত পাঠ করেছেন।” আবু দাউদ- 1427

ঘ. রুকু সম্পূর্ণ ওয়াজিব

□ রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো: অর্থাৎ রুকু শেষে সিজদা করার পূর্বে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

বারা ইবনে আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكَعَتَهُ فَأَعْتَدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجَدَتُهُ فَجَلَسَتُهُ بَيْنَ  
السَّجْدَتَيْنِ فَسَجَدَتُهُ فَجَلَسَتُهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

“আমি মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে তাঁর সালাত আদায় করার নিয়ম কানুন ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। তাঁর দাঁড়ানো (কিয়াম)  
তাঁর রুকু এবং রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, তাঁর সিজদাহ্ এবং দু সিজদার মাঝে তাঁর বসা, অতঃপর তাঁর দ্বিতীয়  
সিজদাহ্, তাঁর সালাম ফিরানো, এবং সালাম ও সালাত শেষ করে চলে যাওয়ার মাঝখানে বসা-এর সবই প্রায় সমান (ব্যবধান)  
পেয়েছি।” সহীহ মুসলিম 944

## ঙ. চ- সিজদা/ বসা সম্পৃক্ত ওয়াজিব

□ সিজদা থেকে সোজা হয়ে বসা। দু সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنِّي لَا أَلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا . قَالَ فَكَانَ أَنْسُ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ . وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ .

“আমাদেরকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) যেভাবে সালাত আদায় করেছেন-আমি তোমাদের নিয়ে অনুরূপভাবে সালাত আদায় করতে মোটেই ভ্রুটি করবনা। অধস্তন রাবী বলেন, আনাস (রাঃ) একটি কাজ করতেন যা আমি তোমাদেরকে করতে দেখি না। তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। এমনকি কেউ (মনে মনে) বলত, তিনি (সিজদায় যেতে) ভুলে গেছেন। তিনি সিজদাহু থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসে যেতেন। এমনকি কেউ (মনে মনে) বলত, তিনি (দ্বিতীয় সিজদাহু করতে) ভুলে গেছেন।” সহীহ মুসলিম-947



□ প্রথম বৈঠক। চার রাকাআত বা তিন রাকাআত বিশিষ্ট সালাতে দু রাকাআত শেষ করে আতাহিয়াতু পাঠ করতে যতটুকু সময় লাগে, সে পরিমাণ সময় পর্যন্ত বসে থাকা ওয়াজিব। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন,

علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: التحيات لله

“রাসূল সা. আমাদেরকে শিখিয়েছেন; যেন আমরা দ্বিতীয় বৈঠকে ‘আতাহিয়াতু’ পাঠ করি।”

□ আতাহিয়াতু পাঠ করা। সালাতের উভয় বৈঠকে তাশাহুদ তথা ‘আতাহিয়াতু’ পাঠ করা ওয়াজিব।

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“যাবতীয় ইবাদত ও অর্চনা মৌখিক শারীরিক ও আর্থিক সমস্তই আল্লাহর জন্য হে নবী আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক আমাদের ওপর এবং নেক বান্দাদের ওপর শান্তি অবতীর্ণ হোক আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং

1202

প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ থেকে অবসর হওয়ার পর কোনো ধরনের বিলম্ব ছাড়া তৎক্ষণাৎ তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া

□ সালাম বলা। অর্থাৎ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাত শেষ করা।



## নিম্নোক্ত ওয়াজিবগুলি; সম্পূর্ণ সালাত জুড়েই প্রযোজ্য

- তারতীব ঠিক রাখা। প্রত্যেক রাকাতের তারতীব বা ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা অর্থাৎ আগের কাজ পেছনে এবং পেছনের কাজ আগে না করা।
- তাদীলে আরকান বা ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায় করা। সালাতের সব কাজ ধীরে সুস্থে করতে হবে। যেমন রুকু ও সিজদা নিশ্চিত ও প্রশান্ত মনে তাড়াহুড়া না করে ভালোভাবে আস্তে আস্তে আদায় করা [ফিকহে হানাফী অনুযায়ী] ওয়াজিব।

ক. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَنُ غَيْرَهُ فَعَلَّمَنِي

“জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় শেষে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সালাম দিলে তিনি তাকে সালামের জওয়াব দিয়ে বলেন, তুমি ফিরে যাও এবং সালাত আদায় কর। কেননা তুমি সালাত আদায় করনি। এইভাবে লোকটি তিনবার সালাত আদায় করল ও রাসূল (সা.) তাকে তিনবার ফিরিয়ে দিলেন। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম করে বলছি, এর চাইতে সুন্দরভাবে আমি সালাত আদায় করতে জানিনা। অতএব দয়া করে আপনি আমাকে সালাত শিখিয়ে দিন! (অতঃপর তিনি তাকে ধীরে-সুস্থে সালাত আদায় করা শিক্ষা দিলেন) হাদীসটি حَدِيثٌ مَسِيئٌ সালাতে ভুলকারীর হাদীস হিসাবে প্রসিদ্ধ।

খ. বারা ইবনে আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَأَعْتَدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجَدَتُهُ فَجَلَسَتُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجَدَتُهُ فَجَلَسَتُهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

“আমি মুহাম্মদ (সা.) -এর সাথে তাঁর সালাত আদায় করার নিয়ম কানুন ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। তাঁর দাঁড়ানো (কিয়াম) , তাঁর রুকু এবং রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, তাঁর সিজদাহ্ এবং দু সিজদার মাঝে তাঁর বসা, অতঃপর তাঁর দ্বিতীয় সিজদাহ্, তাঁর সালাম ফিরানো, এবং সালাম ও সালাত শেষ করে চলে যাওয়ার মাঝখানে বসা এর সবই প্রায় সমান (ব্যবধান) পেয়েছি।” সহীহ মুসলিম- 944